যায়যায়দিন

তারিখ 19 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

২৪

সএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে বেশি টাকা আদায়

তবারের মতো ২০০৭ সালের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণের য়ও বোর্ডের নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হচ্ছে। প্রধানত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে বলে ভিযোগ উঠেছে।

কা বোর্ডে এবার এসএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন ফি হচ্ছে বিজ্ঞান বিভাগে ৫ টাকা এবং বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগে ৭৬৮ টাকা। অন্যান্য বোর্ডে নবিক ও বাণিজ্য বিভাগে ফি কিছুটা বেশি হলেও বিজ্ঞান বিভাগের ফি প্রায় ই রকম। মাদ্রাসা বোর্ডে পরীক্ষা ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৬০০ থেকে ৬৫০ কা।

ন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে জানা গেছে, বোর্ডের নির্ধারিত ফির কয়েক গুণ শি টাকা আদায় করছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। বোর্ড ফির সঙ্গে াগ করা হচ্ছে ল্যাবরেটরি ফি, স্কাউট ফি, বিদ্যুৎ ফি, কোচিং ফি, টিউশন ফি, শন চার্জ এবং স্কুলের উন্নয়ন ফি ধরনের নানা ফি। কিন্তু অতিরিক্ত ফি আদায় রা হচ্ছে কোনো ধরনের জবাবদিহিতা ছাড়াই। এসব ফির হার বিভিন্ন স্কুলে ভিন্ন রকম। অনিয়মের এখানেই শেষ নয়। টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্যদেরও কার বিনিময়ে রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ য়েছে। আর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে পরীক্ষার ফলাফলে।

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এভাবে অতিরিক্ত অর্থ আদায় কতোটুকু বৈধ বং অর্থ আদায়ে স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতা আছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ভিভাবক মহলে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এসব অভিযোগের ব্যাপারে অবগত থাকলেও গানো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

ধরনের অতিরিক্ত ফি আদায়ের ফলে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়ছেন নিম্ন ধ্যবিত্ত ও গরিব পরিবারের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত ভিভাবকদের অভিযোগ আমলে নেয়া এবং অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধে কঠোর দক্ষেপ গ্রহণ করা। বিভিন্ন ফির নামে বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলোতে যে তিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে তার জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য রকারের পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

০৬ সালে সাত শিক্ষা বোর্ডে এসএসসিতে গড় পাসের হার ছিল ৫৯.৪৭ তাংশ। বাকিরা অকৃতকার্য হয়েছে। ফেলের এ বিরাট হার কমাতে হলে টেস্ট রীক্ষায় অকৃতকার্যদের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বন্ধ করা প্রয়োজন। হলে এসএসসিতে পাসের হার যেমন বাড়বে, তেমনি বাড়বে পড়ালেখার নও। শিক্ষার্থীরাও গুরুত্ব সহকারে টেস্ট পরীক্ষা দেবে।

লগুলোর এসব অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জর দেয়া উচিত। বিশেষ করে অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধে সরকারের হস্তক্ষেপ ন্তু প্রয়োজন বলে আমরা মনে করেন।